41

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 17 MAR 1997 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ... ৭ .....

এসএসসি ঃ পরীক্ষা বাতিল করতে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না মন্ত্রী

❑ প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের ধরিয়ে দিলে আড়াই লাখ টাকা পুরস্কার

রাশেদ আহমেদ ।। এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে জড়িতদের ধরিয়ে দেয়ার জন্যে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড নগদ আড়াই লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। সরকারি-বেসরকারি কর্মচারীসহ যে কেউ এই দুষ্কৃতকারীদের ধরিয়ে দিতে পারলে তার পরিচয় গোপন রেখে এই পুরস্কার প্রদান করা হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। যোগাযোগের স্থান ঢাকা শিক্ষা বোর্ড, ফোনঃ ৫০৮৯৯৬, ৫০০৫২৩। এসএসসি পরীক্ষায় চরম বিশৃংখলা ও অব্যবস্থার মধ্যেও ইংরেজি ছাড়া আর কোন বিষয়ের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়নি। আজ সোমবার কৃষি বিজ্ঞান ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে যথাসময়ে।

গত রোববার একটি পত্রিকায় ২২শে মার্চে অনুষ্ঠিতব্য অংক বিষয়ের 'ক' ও 'খ' সেট প্রশ্নপত্র ছাপা হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা শিক্ষা বোর্ড থেকে এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা হয়নি। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক গতকাল সংবাদ'কে বলেন, মাঠে পাওয়া প্রশ্ন এখনো যাচাই-বাছাই করে দেখা হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল রাতে জানানো হয়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্যে চার সদস্যবিশিষ্ট যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে সেই কমিটি আগামী ৭ দিনের মধ্যে প্রাথমিক প্রতিবেদন পেশ করবে এবং পরবর্তী ২০ দিনের মধ্যে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ, প্যাকেটকরণ, পরিবহন এবং সংরক্ষণের দিক পর্যালোচনা করে বিস্তারিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে। দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর সমগ্র পরীক্ষা ব্যবস্থায় চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। আদৌ সব পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে কিনা এ নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। মফস্বলের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ছড়িয়ে যাওয়ায় সাড়ে ৭ লাখ পরীক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট লাখ লাখ অভিভাবক চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় রয়েছেন। তারা ভীষণ ক্ষুব্ধ। বিশেষ করে ভাল ছাত্রছাত্রীরা হতাশ হয়ে লেখাপড়ায় মন বসাতে পারছে না বলে বিভিন্ন স্থান থেকে জানানো হচ্ছে।

কেউ কেউ এই পরীক্ষা বাতিল করে পুনরায় সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা নেয়ার দাবি তোলার পাশাপাশি শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সূত্রমতে, শিক্ষামন্ত্রী সমস্ত পরীক্ষা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিতে দোদুল্যমানতায় ভুগছেন। পরীক্ষা বাতিলের জন্যে তাকে বলাও হয়েছিল বিভিন্নস্থান থেকে। সূত্র জানায়, গতকাল রোববার সকালে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সাথে সংশ্লিষ্ট সচিব, যুগ্ম সচিব, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের বৈঠক হয়েছে। এই বৈঠকে অন্যান্য পরীক্ষা স্থগিত করার পক্ষে-বিপক্ষে বিস্তারিত

এসএসসি ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৫

এসএসসি ঃ মন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আলোচনা হয়। সূত্রের ভাষ্যঃ সমস্ত পরীক্ষা স্থগিত করার জন্যে মন্ত্রীকে পরামর্শ দেয়া হয়েছিল; কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত দিতে পারেননি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা গতকাল এই প্রতিবেদককে বলেন, এই নাজুক পরিস্থিতিতে সব পরীক্ষা স্থগিত করাই যুক্তিযুক্ত কাজ হবে। একটি কেলেংকারি ছড়িয়ে পড়ার পর আগামী পরীক্ষাগুলো সুষ্ঠুভাবে নেয়া যাবে কিনা এ নিয়ে যথেষ্ট আশংকা রয়েছে। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেন, এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে পরীক্ষ নিতে তেমন কোন অসুবিধা হবে না। এই সময়ের মধ্যে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে নতুন প্রশ্নপত্র তৈরি করা যায়।

তিনি আরো বলেন, প্রয়োজন হলে মে মাসে যে এইচ এস সি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার কথা তা এক মাস পিছিয়ে দেয়া যায়। তাছাড়া এমনিতেই প্রতিবছর জুন মাসেই এইচ এস সি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অপর এক সূত্র জানায়, অন্যান্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্যাকেট নিরাপদ হেফাজতে রাখার জন্য সকল জেলা প্রশাসককে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যেসব প্রশ্নপত্রের প্যাকেট স্থানীয় ব্যাংকে রাখা হয়েছিল তাও থানায় নিয়ে আসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বরিশাল উজিরপুর থানার আগারপুর ও ধামুরা কেন্দ্রের প্রশ্নপত্র ব্যাংকে ছিল। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এগুলো থানাতে আনা হয়েছে। জোর গুজব রয়েছে উজিরপুর থেকেই প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আরেক কর্মকর্তা এই প্রতিবেদককে বলেন, শিক্ষকদের একটি চক্রান্তকারী দল যে প্রশ্ন ফাঁসের সাথে জড়িত এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এর সাথে বিজি প্রেসেরও সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে। তবে এরা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত সংঘবদ্ধ চক্র। তিনি বলেন, অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই; কারণ বিক্রি করা প্রশ্ন সব হাতে লেখা ও সংক্ষিপ্ত আকারে।

প্রশ্ন ফাঁস সম্পর্কে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের এক কর্মকর্তা আক্ষেপ করে বলেন, পত্র-পত্রিকায় নানা প্রশ্ন ছাপা হচ্ছে; কিন্তু বোর্ডকে কেউ এ প্রশ্ন দিয়ে সহযোগিতা করতে চাইছে না। অভিভাবকরা প্রশ্ন কিনে গোপনে রাখছেন। পুলিশ প্রশাসনও চক্রান্তকারীদের ধরার ব্যাপারে তেমন তৎপর নয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রশ্ন ফাঁসের অপরাধীদের ধরার জন্যে পুলিশের এসবি, ডিবিসহ বিভিন্ন গোপন সংস্থাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারা তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে গতকাল পর্যন্ত উত্তরা দিশারী কোচিং সেন্টারের মালিক আকবর হোসেনকে গ্রেফতার করা যায়নি বলে পুলিশ সূত্র জানিয়েছে।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ এক বিবৃতিতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা দুষ্কৃতকারীদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

জাতীয়কৃত কলেজ শিক্ষক লিগ্যাল এ্যাকশন কমিটি, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতিও অনুরূপ বিবৃতি প্রদান করেছে।